যুগান্তর
তারিখ ...... পৃষ্ঠা ...... কলাম ......
NOV 06 2002

বেত্রাঘাতে চিতলমারীতে স্কুলছাত্রের মৃত্যু : প্রধান শিক্ষক আটক

বাগেরহাট/চিতলমারী প্রতিনিধি

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে দশম শ্রেণীর ৪ স্কুলছাত্রকে অফিসে আটকে রেখে দফায় দফায় বেত্রাঘাত করে নির্যাতনের পর গতকাল মঙ্গলবার চিতলমারীতে রবীন রায় (১৫) নামে এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুলের কয়েকশ' ছাত্রছাত্রী বিক্ষোভ মিছিল এবং থানা ঘেরাও করে। পুলিশ এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে আটক করেছে।

মৃত্যু : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

মৃত্যু : বেত্রাঘাত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা গেছে, গত শনিবার চিতলমারীর চড়ডাকাতিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর টেস্ট পরীক্ষার অংক বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস করে বাজারে দিয়েছিল কয়েকজন ছাত্র। এ সময় শিক্ষকরা ছাত্রদের পরীক্ষার হলে ধরে ফেলেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তারা রবীন রায় পিতা যশমন্ত রায়, সদানন্দ বিশ্বাস পিতা কাশিনাথ বিশ্বাস, প্রতুল বাড়ৈ পিতা তুলসী বাড়ৈ এবং নিমাই হীরা পিতা সুধীর হীরাকে বেদম বেত্রাঘাত করে অফিসে আটকে রাখেন। পরে এলাকার কয়েকজন সালিশদারকে ডেকে এনে ওই ছাত্রদের আবারও ঘণ্টাখানেক ধরে পেটানো হয়। স্কুল ছাত্রাবাসে থাকা এসব ছাত্রের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা না করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক হরিদাস মধু বিষয়টি তদন্তের জন্য শিক্ষক সমিতিকে জানান। মঙ্গলবার শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে তদন্তে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এদিন সকালে স্কুলের একটি কক্ষে নির্যাতিত ছাত্র রবীন রায়ের (১৫) লাশ পাওয়া যায়।

নিহত স্কুলছাত্রের মা উন্নতি রানী কাঁদতে কাঁদতে অভিযোগ করে বলেন, 'আমার ছেলে অসুস্থ হওয়ার খবর পেয়ে নিতে এসেছি। হেডমাস্টার আমার সন্তানকে দেয়নি। আমার প্রাণের ধনকে ওরা মেরে ফেলেছে।'

সহপাঠীকে হারিয়ে স্কুলের কয়েকশ' ছাত্রছাত্রী ফুঁসে ওঠে। তারা সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। প্রায় ৬ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে ছাত্রছাত্রীদের ওই মিছিল থানা সদর প্রদক্ষিণ শেষে স্থানীয় পুলিশ স্টেশন ঘেরাও করে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয় মিছিল থেকে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে চিতলমারীর ইউএনও ইলিয়াছ লস্কর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। স্কুলের ছাত্ররা এবং নিহতের কাকা থানায় অভিযোগ জানানোর পর পুলিশ ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হরিদাস মধুকে (৪৮) আটক করেছে।

চিতলমারী থানার ওসি ইউসুফ আলী খান বিকেলে ঘটনাস্থলে গিয়ে সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে ময়না তদন্তের জন্য লাশ হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেন।